দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 NOV 2008

উচ্চ শিক্ষার হাল হকিকত

ত সোমবার, ১০ই নভেম্বর, রাজধানীতে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলিয়াছেন.
কান অধ্যাদেশ দ্বারা বেসরকারী ভার্সিটির মান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে। এজন্য তাহারা সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মং
মিশন এবং সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে গভর্নিং কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। ও
হার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলকে লইয়া উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় কনভেনশন ডাকার উপরও তাহ
রুত্বারোপ করিয়াছেন। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে ইহা উত্তম প্রস্তাবই বটে। তবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যাল
িক্ষার মান লইয়া মন্তব্য করার আগে বলিতে হয় যে, দেশের সার্বিক শিক্ষার হাল-হকিকত সম্পর্কে কোন
রণা পোষণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষা সব ক্ষে
লিতেছে নিদারুণ বিশৃংখলা, অব্যবস্থা আর এক প্রকার নৈরাজ্য। শিক্ষার ন্যায়, সর্বাধিক গুরুত্ববহ বিষয়টি ল
াহাদের ভাবার কথা এবং এ বিষয়ে যাহাদের নীতি প্রণয়নপূর্বক উহা বাস্তবায়ন করার কথা তাহারা সকলেই
ক ও বধিরের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। একটি সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীই কেবল পারে জনগণকে সত্যিকা
মৃদ্ধশালী দেশ উপহার দিতে। কিন্তু আমাদের সার্বিক শিক্ষাঙ্গনের অবস্থাদৃষ্টে হতাশ না হইয়া পারা যায় না

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ধরনের কাণ্ড-কীর্তি চলিতেছে উহাতে নিদারুণ এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই ফু
ঠে মাত্র। উচ্চশিক্ষার সহিত গবেষণা ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষায় এই বিষয়
র্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। আবার গবেষণার জন্য যে সকল উচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সুে
াভ করার কথা তাহাদের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অনেক কম মেধাবীদেরই রাজনৈতিক বিবেচনার কল্যা
দেশে-বিদেশে গবেষণার সুযোগ পাইতে দেখা যায়। ইহাতো গেল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক
বসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চিত্র এ ক্ষেত্রে এক কথায় যাচ্ছেতাই। সবচাইতে বড় কথা, আমা
বসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যদিও নেহায়েৎ কম নহে, তথাপি সেগুলিতে শিক্ষার মান, শি
পকরণের প্রাপ্যতা, শিক্ষকদের দক্ষতা-যোগ্যতা ইত্যাদি নানান বিষয়ে অনেক প্রশ্নেরই অবতারণা ক
ায়। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হইলেও এইগুলির মধ্যে কতগুলিতে সত্যিকারের ক্যাম্পাস আ
্যাকাল্টিগুলিরইবা কি হাল? প্রতিটি ফ্যাকাল্টিতে পাঠাগার থাকিবার কথা, অথচ উহা আদৌ আছে
সমিনার কক্ষেরইবা কি দশা! ইহাদের কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েই বা নিয়মিত শিক্ষক রহিয়াছেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অত্যন্ত দরকার। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়তো আর যেন-তেন প্রকারের এক
িক্ষা প্রতিষ্ঠান নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালাভের আ
িশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখে। অথচ, সেখানে যদি শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজ
বকাঠামো না থাকে, পাঠাগার, মমত্বশীল ও যোগ্য শিক্ষক এবং যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ, মাঠ-ময়দ
িলনায়তন, সেমিনার কক্ষ এবং নানান ধরনের পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত কার্যক্রম, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চার পরি
ত্যাদি না থাকে তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ ঘটিবে কি করিয়া? শুধুমাত্র পাঁচ কে
াকা জমা দিয়া একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থাপত্র লাভ করাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক
োগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে সকল শর্ত পূরণ অবশ্য ক
র্তৃপক্ষ সেগুলি যথাযথভাবে পূরণ করিতেছে কিনা উহাই সর্বাপেক্ষা আগে দেখিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযোগী সব ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দে
কানক্রমেই সঙ্গত নয়। কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ম
য়ানক অভিযোগও উঠিয়াছে। ইহা সত্য হইলে ঐ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখাটা উচিত কিনা ত
ভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে নিশ্চয়ই। তাহাছাড়া, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উ
া হইলে শিক্ষার্থীরা যে সার্টিফিকেট লাভ করিতেছে আন্তর্জাতিক এমনকি দেশের চাকরির বাজা
ও উহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে সে কথা যেকোন অর্বাচীনও নিশ্চয়ই বোঝে। টাকা দিয়া ক্রয় ব